অবশিল্পায়ন সম্পর্কে আলোচনা

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের যুগে দেশীয় শিল্প, বানিজ্য ও ব্যবসা চরম দুর্যোগের সন্মুখীন হয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে ভারতীয়দের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থা। বাংলা ছিল উভয় দিক থেকে সম্পদের অধিকারী। বস্ত্র ও রেশমে ছিল বাংলা সমৃদ্ধ। এছাড়া ও চিনি, কাগজ, লবণ, সোরা, প্রভৃতি শিল্পে ও বাংলা উন্নত ছিল। বংলার বস্ত্র বিশেষভাবে সূতী ও রেশমের চাহিদা ছিল প্রচুর। এর ফলে লক্ষ লক্ষ তাঁতি ও কারিগর বস্ত্রবয়ন দ্বারা জীবিকা অর্জন করত। বংলার রেশমের ইউরোপে ভাল বাজার ছিল। পলাশী যুদ্ধের আগেই ইংরেজ বনিক বাংলায় এসে ব্যবসা শুরু করেছিল। তার পর পলাশীতে সিরাজ পরাভূত হলে ইংরেজ বনিক মীরজাফরকে নবাব করে ক্ষমতা আত্মসাৎ করল। ফলে বনিকের মানদণ্ড শাসন ক্ষেত্রে রাজদণ্ডে পরিনত হয়।

বাংলা ক্রমশ শোষণের কেন্দ্রে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। কোম্পানী ও তার কর্মচারীরা রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার দ্বারা ভারতবর্ষ তথা বাংলার তাঁতীদের অগ্রিম দাআদন দিয়ে কম দামে মাল উৎপাদনে জন্য চাপ দিত। ঐতিহাসিকরা দেশীয় শিল্পের অবক্ষয় কে দটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম পর্যায় ১৭৫৭ থেকে ১৮১৩ পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্যায় ১৮১৩ খ্রীঃ থেকে। প্রথম পর্যায়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তাদের একচেটিয়া বাণিজ্যের দ্বারা তাঁত শিল্পীদের জীবিকাচ্যুত করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে চার্টার অ্যাক্ট দ্বারা কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার বিলোপ করা। বাংলার হস্তশিল্পীদের এই যে বিপর্যয় একে ঐতিহাসিকরা অবশিল্পায়ন বলে অভিহিত করেছেন।

কোম্পানীর কুঠীর পাইক- বরকন্দাজরা তাঁতিদের উপর জুলুম চালায় এবং কমদামে বেশী পরিমাণ কাপড় উৎপাদনে বাধ্য করা হয়। স্বাভাবিকভাবে বহু তাঁতি তাদের চিরাচরিত জীবিকা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কোম্পানী তার রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যবহার দ্বারা বহু ভারতীয় ও ইউরোপীয় পাইকারীকে বাংলা থেকে বিতাড়িত করত। ফলে যে সমস্ত পাইকারীরা আগে বংলা থেকে কাপড় কিনত তারা এখন বাংলায় আসা বন্ধ করে দেয়। ১৭৬৫ খ্রীঃ কোম্পানীর বাংলায় দেওয়ানী লাভের পর অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানীগুলি আস্তে আস্তে করে সরে যেতে থাকে।

কাঁচা তুলা বিক্রয়ের ব্যবসা কোম্পানী একচেটিয়া হওয়ার ফলে বাংলার তাঁতীরা ইংরেজদের নির্দিষ্ট দামে কিনতে বাধ্য ছিল। তাঁতিরা সর্বস্বান্ত হতে থাকে। বস্ত্র শিল্পে মন্দা আসতে শুরু করে। ১৭৬৭ খ্রীঃ গভর্নর ভেরেলেস্ট এর লেখা থেকে জানা যায় সেই সময় বহু তাঁতি তাদের পেশা থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছিল।

Scanned with CamScanner

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন যে, কোম্পানীর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ এবং কোম্পানীর কর্মচারীদের দুর্ব্যবহার বাংলার সমৃদ্ধ তুলা ও রেশম শিল্পের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করে তুলেছিল।

ইতিমধ্যে ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব শুরু হয়। আর্নল্ড টয়েনবি মতে, ১৭৬০ থেকে ৮০ খীঃ ছিল ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের উদ্ভয়ন পর্ব। ফলে কলকারখানা থেকে যন্ত্রের মাধ্যমে সস্তায় মাল উৎপাদন হতে থাকে। হবস বম বলেছেন যে, ইংলন্ডের শিল্প-বিপ্লব প্রথম বস্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রে ঘটেছিল।

বস্তুত কোম্পানী মারফৎ ভারতীয় বস্ত্র ইংল্যান্ডে বাজারজাত হলে তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেলে ব্রটেনে বস্ত্র উৎপাদকরা ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠে। রাজনৈতিক কারণে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৭০০- ১৭২০ খীঃ আইন জারী করে ভারতীয় বস্ত্র ও ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে।

ইতিমধ্যে ইউরোপে ইংল্যান্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ শুরু হয়। নেপোলিয়ান ইংল্যান্ডকে জব্দ করার জন্য মহাদেশীয় প্রথার দ্বারা ইউরোপের বাজারে ব্রিটিশ পণ্য অনুপ্রবেশে বাধা দেন। ফলে কোম্পানী যেহেতু ইউরোপের বাজারে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করতে পারছেনা সে কারণে বাংলায় তাঁতের কাপড় খরিদ করা কমিয়ে দেয়। ১৮০৬ খীঃ থেকে বাংলা হতে বস্ত্র রপ্তানী উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যেতে থাকে।

১৮১৩ খীঃ চার্টার অ্যাক্ট দ্বারা কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার লোপ হয়। ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব সূত্রে একশ্রেণীর সম্পদশালী ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। এই সমস্ত শ্রেণী ভারতে পাড়ী দিতে থাকে নতুন বাণিজ্যের সন্ধানে। অবশেষে ১৮৩৩ খীঃ চার্টার অ্যাক্ট দ্বারা কোম্পানীর বণিক অস্তিত্বের অবসান হয়। ভারতের বাজারে বিলাতী পণ্য বহুল পরিমাণে ঢুকতে থাকে। একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, ১৮১৩ খীঃ ভারতে ইংল্যান্ড থেকে সূতী বস্ত্র যেখানে আমদানি হত ১,১০,০০০ পাউন্ড মূল্যের সেখানে ১৮৬৫ খীঃ তা দাঁড়ায় ৬৩,০০,০০০ পাউন্ড মূল্যের।

উল্লেখ্য, শিল্পবিপ্লব ফলে ম্যাঞ্চেস্টার ল্যাঙ্কাশায়ারের তাঁতবস্ত্রের সঙ্গে বাংলার হস্তচালিত তাঁত বস্ত্র প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারেনি। এছাড়া ছিল শুল্ক চাপ। ১৭৯৭ খীঃ ভারতীয় ক্যালিকোর ওপর ইংল্যান্ডের আমদানি শুল্ক ছিল ১৮ শতাংশ। ১৮২৪ খীঃ তা হয়েছিল ৬৭.৫ শতাংশ।

ঐতিহাসিক নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ বলেছেন যে, ১৮২৮ খীঃ নাগাদ কেবলমাত্র বয়নশিল্পে নিযুক্ত ১০ লক্ষ লোক কাজ হারিয়েছিল। এরা এসে ভীড় জমিয়েছিল কৃষি জমির উপর। ফলে সেখানে অস্বাভাবিক চাপ পড়ে। পরিণতি হিসাবে বহু শিল্পী, কারিগর ও শ্রমিক শ্রেনী অবক্ষয়ের আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে, উনিশ শতকে ভারতে যে অবশিল্পায়নের সূচনা হয়েছিল সে সম্পর্কে বহু ঐতিহাসিক ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক মরিস ডি মরিস অবশিল্পায়ন কে অলীক বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে ১৮৩০ খীঃ আগে ভারতে ইংল্যান্ড হতে বস্ত্র আসেনি। সেই সময় ভারতে কিন্তু মোটা

Scanned with CamScanner

কাপড়ের চাহিদা ছিল এবং সেই চাহিদা পূরণ করে আর্থিক উন্নতি ঘটানো সম্ভব ছিল। তাছাড়া ইংল্যাণ্ড হতে আগত সূতো আমদানি আদপে এদেশের বস্ত্র বয়ন শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করেছিল। মাৎসুই কিন্তু ভিন্ন কথা বলেন। তাঁর মতে, ইংল্যাণ্ড হতে আগত কম দামে কাপড়ের চাপে ই এদেশীয় শিল্প ভেঙে পড়েছিল।

উল্লেখ্য জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা রমেশচন্দ্র দত্ত, বিপানচন্দ্র প্রমুখরা যুক্তি প্রমান দ্বারা দেখান যে, ইংল্যাণ্ড হতে প্রচুর বস্ত্র এদেশে আমদানী হত। ভারতীয় বস্ত্র উৎপাদকরা কম দামে সূতো ব্যবহারের সুযোগ পায়নি। তাছাড়া ব্রিটিশ পণ্য আমদানি শুল্ক কমিয়ে ভারতীয় পণ্য রপ্তানি শুল্ক বাড়ানোর জন্য দেশীয় শিল্প উদ্যোগ চরম বাধা পায়। রাস্তাঘাট তৈরী কোম্পানী বিলাতী পণ্য দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়।

কৃষি ব্যতীত ভারতীয়দের অন্যতম জীবিকা ছিল কুটীর শিল্প। সূতীবস্ত্র, রেশম শিল্প, লৌহ, পিতল ও অপরাপর ধাতুর বিভিন্ন শিল্পে বহু মানুষ বংশানুক্রমিকভাবে নিয়োগিত ছিল। ১৮১৩ খ্রীঃ পর ব্রিটেনে প্রস্তুত নানা জিনিসপত্রাদিতে ভারতীয় বাজারগুলি পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কুটীর শিল্প ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে জমির উপর চাপ পড়ে। কার্ল মার্কসের মতে, কোম্পানীর স্বার্থপর নীতির ফলে ভারতীয় অর্থনীতিতে যে বিপ্লব ঘটে তা একমাত্র সমাজ বিপ্লব নামে অভিহিত করা যায়।

মুর্শিদাবাদ, ঢাকা প্রভৃতি শিল্পনগরী গুলি ধ্বংস হতে থাকলে ঐ সমস্ত নগরের মানুষজন গ্রামে আসতে থাকে। ফলে নগরজীবন ধ্বংস হয় এবং গ্রামজীবন জনবহুল ও জটীল হয়ে উঠে। ভারতের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায়। সাম্রাজ্যবাদী শিল্প যাতে অগ্রসর হতে পারে তার জন্য ভারতের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় যাতে সস্তায় কাঁচামাল সরবরাহ করা যায় এবং এদেশকে ব্রিটিশ পণ্যের বাজার হিসাবে সুযোগ করে দেওয়া। দেশীয় শিল্পের এই অবক্ষয়ের কারণে দারিদ্র্য নিত্য সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সূত্র - সুমিত সরকার, অধুনিক ভারত, ম্যাকমিল্যান, মাদ্রাজ।

মাইতি ও মণ্ডল, ভারত ইতিহাস পরিক্রমা (১৭০৭-১৯৫০), শ্রীধর প্রকাশনী, কলকাতা।

গোপালকৃষ্ণ পাহাড়ী, আধুনিক ভারত-চর্চা (১৭৫৭-১৯৬৪), কালীমাতা পুস্তকালয়, কলকাতা।

Scanned with CamScanner